MAR. 17 2002

যুগান্তর

তারিখ ... MAR. 18 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

২০০০ সালের ২৪ আগস্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দাবি মানার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সরকার তাদের ওপর কিছু শর্ত আরোপ করে। তার মধ্যে একটি শর্ত হল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন করে তৃতীয় বিভাগধারী কোন শিক্ষক নেয়া যাবে না। কিন্তু কেন তৃতীয় বিভাগধারীদের ওপর এমন শর্তারোপ করা হল? বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে কেন তৃতীয় বিভাগধারীদের অবমূল্যায়ন করা হল? যে কোন কারণে একজনের শিক্ষাজীবনে একটি তৃতীয় বিভাগ থাকতে পারে, কিন্তু তাতেই যে তিনি শিক্ষকতার অযোগ্য সে কথা কে বলেছে? আর যার শিক্ষাজীবনে তৃতীয় বিভাগের কোন অভিশাপ নেই, তিনিই যে শিক্ষকতার সব যোগ্যতার অধিকারী সে নিশ্চয়তাইবা কে দিতে পারবে? তাছাড়া যেখানে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতার জন্য গ্রাজুয়েটদের ক্ষেত্রে একটি মাত্র দ্বিতীয় বিভাগ হলেই চলে সেখানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার যোগ্যতা-হিসাবে সব পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ হতে হবে এ কেমন শর্ত? এখনও যেসব তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষক-শিক্ষিকা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তারা তো প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগধারীদের তুলনায় কোন অংশে পিছিয়ে নেই। বরং তাদের অনেকে অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে পাঠদান করে যাচ্ছেন, কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছেন শিক্ষকতার ক্ষেত্রে। এ বিধিটি সংযোজনের ফলে শিক্ষাজীবনে একটি বা দুটিতে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত সবাই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য দরখাস্ত করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যাদের অধিকাংশেরই শিক্ষকতার পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ বিগত সরকারের আরোপিত এ শর্তটি বাতিল করে তৃতীয় বিভাগধারীদের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পরীক্ষায় অন্তত প্রতিযোগিতা করার সুযোগ দিন। আমাদেরকে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তির অভিশাপ থেকে বাঁচান। প্রতিযোগিতার মানদণ্ড বিচারে যদি একজন তৃতীয় বিভাগধারী টিকে যায় তবে সে শিক্ষকতা করবে। এতে শিক্ষার মানের কোন ঘাটতি হবে না।

মোঃ গোলাম মোস্তফা
ভেড়ামারা উদয়ন একাডেমি, ভাঙ্গুড়া, পাবনা